দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...... 9 MAY 2003
২/২

প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র শিক্ষকের 'শিক্ষা উপকরণ ব্যাগ' কেনার কাজ প্রভাব খাটিয়ে ভাগাভাগি করে নেয়া হচ্ছে!

কামরুল হাসান ॥ প্রাথমিক পর্যায়ের ৭০ লাখ ছাত্র-শিক্ষকের 'শিক্ষা উপকরণ ব্যাগ' কেনা নিয়ে হরিলুট চলছে। দরপত্রের মাধ্যমে এসব কেনার নিয়ম থাকলেও প্রভাবশালীদের চাপের মুখে সিডিউল কিনতে পারেননি সাধারণ ঠিকাদাররা। প্রভাব খাটিয়ে কাজ বাগিয়ে নিয়েছে সরকারী দলের লোকজন। কিন্তু কাজ ভাগাভাগি নিয়ে তাদের মাঝে শুরু হয়েছে কামড়াকামড়ি। এসব মীমাংসা না হওয়ায় তিন মাস ধরে এই টেন্ডারটি মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

নিবিড় জেলা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিয়াল)-এর অধীনে দেশের ২৭ হাজার ৯শ' স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ভর্তি ব্যাগ বিতরণের কথা। সুইডিশ সিডা এতে অর্থায়ন করছে। বাছাই করা ১৩টি জেলার প্রাথমিক স্কুলের জন্য নেয়া এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা। প্রকল্পের কর্মকর্তারা বলছেন, দেশে এই প্রথম এ ধরনের সামগ্রী প্রাথমিক স্কুলে বিতরণ করা হচ্ছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত এই শিক্ষা উপকরণ ব্যাগে থাকছে বেশ কিছু মালামাল। যেমন ছাত্রদের প্রতিটি ব্যাগে থাকছে তুলা, টেনিস বল, লুডু, দাবা বোর্ড, ছোড়ার জন্য চাকতি, খেলার রিংসহ ২৯টি বিভিন্ন ধরনের বই। অপরদিকে শিক্ষকদের ব্যাগে থাকবে আর্ট পেপার, রঙিন পোস্টার পেপার, স্কচটেপ, কাঠের ও স্টীলের স্কেল, পেন্সিল কাটার, ইরেজার, সাইন পেন, কাঁচি ও আঠা। এ ছাড়া দেয়া হবে সাদা বোর্ড, কম্পিউটার, ইউপিএস ও কম্পিউটার ব্যবহারের বিভিন্ন সরঞ্জাম। যে ১৩টি জেলার স্কুলে এসব দেয়া হবে সেগুলো হলো ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, নবাবগঞ্জ, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শেরপুর, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ভোলা, বরিশাল, রাজবাড়ী,

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

প্রাথমিক পর্যায়ে

(প্রথম পাতার পর)

নড়াইল ও সাতক্ষীরা। এ জেলাগুলোর বাছাই করা উপজেলার স্কুলে এসব বিতরণ করা হবে।

'শিক্ষা উপকরণ ব্যাগ' কেনার জন্য মিরপুরের আইডিয়াল প্রজেক্ট থেকে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, মালামাল সরবরাহের কাজে অভিজ্ঞ কোন প্রতিষ্ঠান সিডিউল ক্রয় করতে পারবে। এ জন্য ছয় মাসে ৫০ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে এসব হিসাবের কাগজপত্রও চাওয়া হয়।

বেশ কয়েক ঠিকাদার বলেছেন, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর তাঁরা সিডিউল কিনতে গিয়ে ফিরে আসেন। নির্ধারিত দিনে তাঁরা গিয়ে দেখেন মিরপুরে ওই প্রকল্পের অফিসটির চারদিকে মস্তানরা অবস্থান নিয়ে আছে। ফলে তাঁরা আর সিডিউল কিনতে পারেননি। সাড়ে ছয় কোটি টাকার এই কাজ রয়েছে ১০টি গ্রুপে। অথচ মাত্র ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের নামে সিডিউল জমা পড়ে। এর মধ্যে দু'জন স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নিয়ে যান। ঠিকাদাররা বলছেন, সেখানে সরকারী দলের লোকজন নিজেরা কাজটি ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। তাদের ভাগাভাগির কারণে গত ২২ ফেব্রুয়ারি সিডিউল খোলা হলেও এখন পর্যন্ত কাজ বিতরণ নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি। এদিকে